بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

# বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.) এর পবিত্র জীবনের ঈমান বৃদ্ধিকারী স্মৃতিচারণ এবং মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় দোয়ার আবেদন।

## সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১০ নভেম্বর, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

মহানবী (সা.)-এর সীরাত বা জীবনীর প্রেক্ষাপটে আমি বদরের সন্নিকটবর্তী ঘটনাবলীর উল্লেখ করছিলাম। এই বরাতে দ্বিতীয় হিজরী সনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মাঝে একটি হলো মদিনার কবরস্থান জান্নাতুল বাকী-র প্রতিষ্ঠা। জান্নাতুল বাকী-র ভিত্তি এবং সূচনা সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া গেছে তা এরূপ যে, মহানবী (সা.)-এর মদিনায় আগমনের পর সেখানে বহু কবরস্থান ছিল। ইহুদিদের নিজস্ব কবরস্থান ছিল। অপরদিকে আরবের বিভিন্ন গোত্রেরও নিজ নিজ কবরস্থান ছিল। মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পৌঁছেন, তখন মুসলমানদের জন্য আলাদা কবরস্থানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই 'বাকীউল গারকাদ' কবরস্থানটি মুসলমানদের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। আরবীতে 'বাকী' এমন স্থানকে বলা হয় যেখানে অনেক বেশি গাছপালা থাকে। এই কবরস্থানটিকে জান্নাতুল বাকী-ও বলা হয়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এ সম্পর্কে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে যা বর্ণনা করেছেন তা হলো, দ্বিতীয় হিজরী সনের শেষদিকে মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদের জন্য মদিনায় একটি কবরস্থানের প্রস্তাব করেন, যেটিকে জান্নাতুল বাকী বলা হয়। এরপর সাহাবীরা সাধারণত এই কবরস্থানেই সমাহিত হতেন। সর্বপ্রথম যিনি এই কবরস্থানে সমাহিত হয়েছিলেন তিনি ছিলেন হযরত উসমান বিন মাযঊন। উসমান একেবারে প্রাথমিক মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একান্ত পুণ্যবান ও ইবাদতকারী এবং সূফী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর একবার তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, হুযূর! আমাকে অনুমতি দিলে আমি চাই সম্পূর্ণরূপে সংসারত্যাগী হয়ে এবং স্ত্রী-সন্তানদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে নিজের জীবন পরিপূর্ণরূপে খোদার ইবাদতের জন্য উৎসর্গ করব। কিন্তু তিনি (সা.) এর অনুমতি দেননি। বরং যারা সংসারত্যাগী না হলেও নামায রোযা এত বেশি পরিমাণে আদায় করত যে, এতে তাদের অধীনস্থদের অধিকার প্রভাবিত হতো– তাদের সম্পর্কেও তিনি (সা.) বলেছেন যে, তোমাদের উচিত খোদার অধিকার খোদাকে দান করা, স্ত্রী-সন্তানদের অধিকার তাদেরকে দেয়া, অতিথির অধিকার তাকে দেয়া, আর নিজ আত্মার অধিকার নিজ আত্মাকে দেয়া, কেননা এই সমস্ত অধিকার

খোদা তা'লা কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। আর এগুলোর দায়িত্ব পালন করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এসব অধিকার প্রদান করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা তিনি (সা.) উসমান বিন মাযঊনকে সংসারত্যাগী হওয়ার অনুমতি দেননি। আর ইসলাম ধর্মে কৌমার্যব্রত ও বৈরাগ্যকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে স্বীয় উম্মতের জন্য বাড়াবাড়ির পরিবর্তে একটি মধ্যমপন্থা প্রতিষ্ঠা করেন। উসমান বিন মাযঊন-এর মৃত্যুতে তিনি (সা.) অনেক কষ্ট পান। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, [তার] মৃত্যুর পর তিনি (সা.) তার ললাটে চুম্বন করেন আর তখন তাঁর (সা.) চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল।

এরপর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার বলেন ঃ এখন আমি বনু গাতফান এর যুদ্ধের উল্লেখ করছি। মহানবী (সা.)-এর কাছে এই সংবাদ আসে যে, গাতফান গোত্রের শাখা বনু সালেবা ও বানু মুহারেব যী আমর নামক স্থানে একত্রিত হয়েছে। তৃতীয় হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে গাতফানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে তিনি (সা.) এই যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হন।

মহানবী (সা.) যখন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন, পথিমধ্যে তিনি বনু গাতফানের এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করলেন, যাকে সাহাবায়ে কেরামের হাতে গ্রেফতার করে মহানবী (সা.)-এর কাছে পেশ করা হয়েছিল। সে তার গোত্রের গতিবিধি সম্পর্কে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করে। মহানবী (সা.) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সা.)-সমীপে নিবেদন করে যে, যখন তার লোকেরা জানবে যে, মহানবী (সা.) এর সৈন্যদল এবং মুসলমানরা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে তখন তারা কখনই আপনার সাথে যুদ্ধ করবে না বরং তারা যদি আপনার আগমন সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে তারা পালিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেবে। সুতরাং, যখন মুসলমানরা তাদের দিকে অগ্রসর হয়, তারা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ করেনি বরং আশেপাশের পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এ সময় সেই বিখ্যাত ঘটনাটি ঘটেছিল যে, যখন মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম যখন নিজেদের কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁর (সা.)-এর দিকে তরবারি হাতে অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ হে মুহাম্মদ! এখন কে তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে? তিনি (সা.) বললেন ঃ আল্লাহ্। এ কথা শুনে তরবারি তার হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়।

এই সময়ের ঘটনাবলীর মাঝে আরেকটি ঘটনা হলো, হযরত রুকাইয়্যা মৃত্যু বরণ করেন এবং হযরত উম্মে কুলসূম-এর বিয়ে হয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা যা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মুনকেফ বিন হারেসা আনসারী বর্ণনা করেছেন তা হলো, মহানবী (সা.) যখন বদরের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হন তখন হযরত উসমানকে নিজ কন্যা হযরত রুকাইয়্যার কাছে রেখে যান। তিনি অসুস্থ ছিলেন। আর তিনি সেই দিন মৃত্যু বরণ করেন যেদিন হযরত যায়েদ বিন হারেসা মদিনায় সেই বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে আসেন যা বদরের প্রান্তরে আল্লাহ্ তা'লা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দান করেছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত উসমানের জন্য বদরের যুদ্ধের গনিমতের সম্পদে অংশ নির্ধারণ করেন। আর তার অংশ বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সমান ছিল। মহানবী (সা.) হযরত রুকাইয়্যার মৃত্যুর পর হযরত উসমান বিন আফ্ফানের সাথে নিজ কন্যা হযরত উম্মে কুলসূম-এর বিয়ে দেন। মহানবী (সা.) তিন দিন পর হযরত উম্মে কুলসূম এর কাছে যান এবং বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! তুমি তোমার স্বামীকে কেমন দেখলে? উম্মে কুলসূম নিবেদন করেন যে, তিনি সর্বোত্তম স্বামী। হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে নয় হিজরী পর্যন্ত ছিলেন, এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। মহানবী (সা.) তার জানাযার নামায পড়ান এবং তার কবরের পাশে গিয়ে বসেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি মহানবী (সা.)-কে হযরত উম্মে কুলসূম (রা.)-এর কবরের পাশে অশ্রুসিক্ত নয়নে বসে থাকতে দেখেছেন। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.) হযরত উম্মে কুলসূমের মৃত্যুতে বলেন, আমার যদি তৃতীয় কোনো মেয়ে থাকতো তাহলে তাকেও উসমানের সাথে বিবাহ দিতাম।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে এই বিয়ের উল্লেখ এভাবে করেছেন যে, হযরত উসমান (রা.)-এর সহধর্মিণী রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যা হযরত রুকাইয়্যা মৃত্যু বরণ করলে

মহানবী (সা.) তাঁর দ্বিতীয় কন্যা উম্মে কুলসূমকে হযরত উসমান (রা.)- এর সাথে বিবাহ দেন যিনি বয়সে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর চেয়ে বড় কিন্তু রুকাইয়্যা (রা.)- এর চেয়ে ছোট ছিলেন। এ কারণেই হযরত উসমান (রা.)-কে যুন্নুরাইন তথা দুই নূর ওয়ালা বলা হয়। এটি উম্মে কুলসূম (রা.)-এর দ্বিতীয় বিবাহ ছিল, কেননা তিনি এবং তাঁর বোন রুকাইয়্যা (রা.) শুরুতে মহানবী (সা.)-এর চাচা আবু লাহাবের দুই পুত্রের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু তাদের রুখসাতানা হওয়ার পূর্বেই ধর্মীয় মতপার্থক্যের কারণে এই বিবাহ ভেঙে যায়।

এসময়ের ঘটনাবলীর মাঝে বনু সুলায়েম-এর যুদ্ধাভিযানেরও উল্লেখ রয়েছে। মহানবী (সা.) সংবাদ পান যে, বনু সুলায়েম গোত্রের লোকজন বড় সংখ্যায় বোহরানে একত্রিত হয়েছে। তখন মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মদিনায় নিজ স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে, অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উমর (রা.)-কে নিজ স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে তিনশত সাহাবীর সেনাদল নিয়ে বোহরানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, যদিও তিনি (সা.) তাঁর যাত্রার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেননি। ইসলামী সেনাদল যখন বোহরান থেকে এক রাতের দূরত্বে গিয়ে উপনীত হয় তখন সেখানে বনু সুলায়েম গোত্রের এক ব্যক্তিকে পায়। সে মহানবী (সা.)-কে বলে যে, তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেছে। তখন মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তিকে একজন সাহাবীর হাতে তুলে দেন অতঃপর সম্মুখে অগ্রসর হন এবং অবশেষে বোহরান গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তিনি (সা.) কাউকে পাননি, কেননা সবাই নিজ নিজ পানি সংগ্রহের স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে গিয়েছিল। অবশেষে তিনি (সা.) ফেরত চলে আসেন এবং যুদ্ধের কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। মহানবী (সা.) উক্ত যুদ্ধাভিযানের জন্য ০৬ জমাদিউল উলা তারিখে মদিনা থেকে বের হন এবং ১০ রাত মদিনার বাইরে থাকার পর তিনি (সা.) ১৬ জমাদিউল উলা ফিরে আসেন। এর বিপরীতে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) কুরাইশের বণিক দলকে বাধাগ্রস্ত করতে চাচ্ছিলেন, এই অভিপ্রায়ে তিনি (সা.) বোহরান গিয়ে উপনীত হন যেটি হেজাযের ফরু উপত্যকার একটি খনি। অতএব তিনি (সা.) সেখানে রবিউল আখের এবং জমাদিউল উলার দুই মাস অবস্থান করেন, এরপর তিনি (সা.) মদিনায় ফিরে আসেন। এই সময়ের মাঝে কোনো যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি।

যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি অভিযানের ঘটনা রয়েছে। এর বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, একদিন সাফওয়ান বিন উমাইয়া তার সঙ্গীদের বললেন যে, মুসলমানরা আমাদের বাণিজ্য কেন্দ্র সিরিয়ায় যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তখন একজন পরামর্শ দেয় যে উপকূলীয় পথটি বাদ দিয়ে ইরাকের দিক থেকে সিরিয়ায় যাওয়া যেতে পারে। তাই, পথ চেনে এমন এক ব্যক্তির সাহায্যে সাফওয়ান বিন উমাইয়া রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কাফেলা প্রস্তুত হতে থাকে। এই অভিযান তৃতীয় হিজরী সনের জমাদিউল আখের মাসে সংঘটিত হয়েছিল। কাফেলার লোকেরা সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাতে কোনোভাবে এ খবর মদিনাবাসীর কাছে পৌঁছাতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা ভিন্ন ছিল। সুতরাং এ খবর মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছে গেল। তিনি (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারিসার নেতৃত্বে একশত আশ্বারোহী প্রেরণ করেন। হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-এর এটি প্রথম কোনো অভিযান ছিল যেখানে তাকে কোনো ইসলামী সৈন্যদলের নেতৃত্ব প্রদান করা হয়েছিল। তিনি এই সামরিক অভিযানে সফলতা লাভ করেছিলেন।

খুতবার দ্বিতীয়াংশে সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার বলেন, পুনরায় ফিলিস্তিনের অত্যাচারিতদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এখন অন্ততপক্ষে এতটুকু হয়েছে যে, কিছু অমুসলিম এবং কতিপয় রাজনীতিবিদ ভয়ে ভয়ে হলেও কিছু না কিছু এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলা আরম্ভ করেছে; বরং এখন তো কিছু ইহুদিও এ আচরণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে এবং ইসরাইল সরকারকে বলেছে, আমাদের দুর্নাম কেন করছো! সর্বোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবাদ কোনো না কোনো স্থান থেকে অন্যদের মাঝেও আরম্ভ হচ্ছে। এখন তারা বলছে, দৈনিক চার ঘণ্টা যেন যুদ্ধ বন্ধ রাখা হয়, যেন ফিলিস্তিনবাসীর নিকট সাহায্যসামগ্রী পৌঁছাতে পারে। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, তারা এর ওপর কতটা আমল করবে এবং বাকি বিশ ঘণ্টায় ফিলিস্তিনীদের ওপর কতটা অত্যাচার চালাবে! আল্লাহ্ই ভালো জানেন, কী পরিমাণ বোমাবর্ষণ করবে! অধিকাংশ বড় বড় রাষ্ট্র এবং রাজনীতিবিদরাও ফিলিস্তিনবাসীর জানপ্রাণকে মূল্যায়ন করছে না। তাদের নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে, কিন্তু সর্বোপরি তাদেরও মনে রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লাও

একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন আর কেবল এই দুনিয়াতেই সব শেষ নয় বরং পরজগৎও রয়েছে। তারা মনে করে, এখানে এই জগতে আমরা লাভবান হলেই সবকিছু পেয়ে যাব। এ পৃথিবীতেও ধৃত হতে পারে এবং পরকালেও ধৃত হবে। যাহোক, আমাদের দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা অত্যাচারিত ফিলিস্তিনীদের সাহায্য করার মাধ্যমে তাদেরকে এসব অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে মুক্তি প্রদান করুন।

খুতবার পরিসমাপ্তিতে হুযুর আনোয়ার দু'টি গায়েবানা জানাযার ঘোষণা প্রদান করেন। প্রথম জানাযা হলো মানসুরা বাসমা সাহেবার যিনি হামিদুর রহমান খান সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি নওয়াব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব এবং হযরত সাহেবযাদী আমাতুল হাফীয বেগম সাহেবার পৌত্রী ছিলেন। হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব এবং আবু যয়নব বেগম সাহেবার দৌহিত্রী ছিলেন। মিয়াঁ আব্বাস আহমদ খান সাহেব এবং আমাতুল বারী বেগম সাহেবার কন্যা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। উত্তম পুণ্য স্বভাবের মহিলা ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন তার বিয়ে পড়ান তখন যে খুতবা দিয়েছিলেন সেখানে আয়াত ইয়া আয়্যুহান্নাসুত্তাকু রাব্বাকুম- এর আলোকে উপদেশ প্রদান করে বলেছিলেন এই আয়াতে যা বিয়ের সময় পাঠ করা হয় সেখানে প্রতিপালক-প্রভুর তাকওয়া (অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে)। আর এই 'প্রতিপালক-প্রভুর তাকওয়া' কথার অর্থ হলো, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দাদের প্রতিপালনকারী তদ্রুপ তোমাদের দুজনেরও প্রতিপালনকারী। একইভাবে তোমাদের ওপরও কিছু নতুন প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পিত হতে যাচ্ছে আর তোমরা তখনই তা পালন করতে পারবে যখন তোমরা সত্যিকার প্রতিপালক প্রভু আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করবে। দ্বিতীয় জানাযা চৌধুরি রশিদ আহমদ সাহেবের, যিনি ফয়সালাবাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডেপুটি রেজিস্ট্রার ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তাঁদের সন্তানদেরও তাঁদের পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সামর্থ্য দান করুন। (আমীন)

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

**('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)**

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

*10 November* 2023

*Distributed by*

Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*........................
*Distt*.......................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in